198

ভোরের কাগজ

তারিখ ...16 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম 8 ......

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট গৃহীত

ঢা.বি. সূর্যসেন হলে ব্যবসায়ী আটক ঘটনায় ৩ জনকে শোকজ নোটিশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা পরিষদের সভায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে ব্যবসায়ী আটক করে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তদন্ত কমিটি রিপোর্টে সাইদুজ্জামান মহসীনকে অভিযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় আইনে শাস্তি দানের সুপারিশ করে। এ ছাড়া জিয়াউর রহমান অনু ও হারুন-অর-রশিদকে অপহরণ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ধারণা করা হয়। তবে তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া মহসীনের সহযোগী হিসেবে কয়েকজন বহিরাগতের নাম উল্লেখ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে গত বুধবার অনুষ্ঠিত সভায় মহসীনকে 'কেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে না' মর্মে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। মহসীনের সঙ্গে জড়িত অন্য বহিরাগত সহযোগীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। ঐ ঘটনার সঙ্গে জড়িত জিয়াউর রহমান অনু ও হারুন-অর-রশিদ নামে দুজন ছাত্রের জড়িত থাকার নিশ্চিত প্রমাণ না পেলেও তাদের বিরুদ্ধেও কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নোটিশের জবাব প্রদানের সময়সীমা এক সপ্তাহ রাখা হয়েছে।

এ জবাব পাওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা পরিষদ যথাশিগগির অভিযুক্তদের বিরুদ্ধ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

শৃঙ্খলা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সূর্যসেন হল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব এক্তিয়ারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নিয়ে তা শৃঙ্খলা পরিষদে উপস্থাপন করবেন। এ ক্ষেত্রেও অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য 'কারণ দর্শাও নোটিশ' প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ এবং সদস্য ছিলেন সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক এ এফ এম ইউসুফ হায়দার ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম সাইফুল্লাহ ভুঁইয়া। অপর কমিটি সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট কর্তৃক হলের চারজন সিনিয়র হাউস টিউটর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল।